কৃষি সমৃদ্ধি

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৭

১৬-৩০ জুন

স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই

কৃষি মন্ত্রণালয়
www.moa.gov.bd

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

০২ আষাঢ় ১৪২৪
১৬ জুন ২০১৭

বাণী

প্রতিবারের ন্যায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ বছরও জুন মাসে দেশব্যাপী 'ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ' ও 'জাতীয় ফল প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

প্রাচীনকাল থেকে ফলের বহুবিধ ব্যবহার সর্বজনবিদিত। ফল বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খনিজ লবণের সবচেয়ে ভালো উৎস। ফলের ঔষধি গুণও যথেষ্ট। তাই দেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলের কোনো জুড়ি নেই। আমাদের দেশের মাটি ও জলবায়ু ফল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। এখানে সারাবছর নানা জাতের ও স্বাদের ফল উৎপন্ন হয়। আজকাল বিদেশি ফল স্ট্রবেরি, আঙুর, কমলা, ম্যান্ডারিন দেশে চাষ হচ্ছে। তবে দেশীয় ফলের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কীটনাশক ও প্রিজারভেটিভের অপরিকল্পিত ব্যবহার ইতোমধ্যে জনমনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাই এ ব্যাপারেও সকলকে সচেতন হতে হবে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। কাষ্ঠসম্পদের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও ফলদ বৃক্ষের রয়েছে অপরিসীম অবদান। পরিকল্পিতভাবে দেশীয় ফলের আবাদ বাড়ানোর মাধ্যমে ফল উৎপাদন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

খাদ্য ও পুষ্টির পাশাপাশি আয় ও কর্মসংস্থানে ফলদ বৃক্ষের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষের এবারের প্রতিপাদ্য 'স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। 'জাতীয় ফল প্রদর্শনী' নতুন প্রজন্মসহ আপামর জনগোষ্ঠীর কাছে ঐতিহ্যবাহী ও বৈচিত্র্যময় দেশীয় ফলের ভাণ্ডার ও গুণাগুণ সম্পর্কে জানাতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আমি দেশবাসীকে বেশি করে ফলদ বৃক্ষরোপণের উদাত্ত আহ্বান জানাই। আমি 'ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ' ও 'জাতীয় ফল প্রদর্শনী'২০১৭ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এ বছরও ১৬-৩০ জুন ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও ১৬-১৮ জুন জাতীয় ফল প্রদর্শনী উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অনুপ্রাণিত বোধ করছি। এবারের ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য 'স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই' অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন।

পুষ্টি সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ফলদ বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান আবাসন ও অন্যান্য চাহিদার কারণে নির্বিচারে ফলের গাছ কাটা, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন তথা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশি ফলগুলোর প্রসার কিছুটা সংকুচিত হচ্ছে। দেশি ফল যেমন- গোলাপজাম, চালতা, ডেউয়া, কদবেল, ডুমুর, কাউফল, ক্ষিন্নি, সাতকরা, করমচা ইত্যাদির চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশি ফলের পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, পুষ্টির সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং নতুন প্রজন্মের স্বার্থে আমাদের দেশি ফলের চাষ বৃদ্ধি করতে হবে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ-এ চার মাসে শতকরা ৫৪ শতাংশ দেশি ফল পাওয়া যায়। বাকি আট মাসে দেশি ফল পাওয়া যায় ৪৬ শতাংশ। উন্নত জাতের মাতৃবাগান সৃষ্টি ও কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশি ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। হর্টিকালচার সেন্টার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশি ফলের আধুনিক জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্যের দিকে নজর দিতে হবে।

আমি ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ফল আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবহমান কাল থেকে ফল আমাদের দেশে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান রেখে আসছে। আমাদের দেশীয় ফলের ভাণ্ডার খুবই সমৃদ্ধ। তুলনামূলকভাবে অল্প পরিচর্যাতেই এগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ফলন দিয়ে থাকে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এসকল ফলের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। লাগসই জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। বসতবাড়ির আঙিনা, রাস্তা, বাঁধ, ধর্মীয় উপাসনালয়, বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ প্রভৃতি স্থানে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশীয় ফলের বাগান গড়ে তোলা হলে পুষ্টির চাহিদা পূরণের সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষিতে অর্জিত সাফল্যের ধারাক্রমে দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টির চাহিদা পূরণের বিষয়টিতেও কৃষি মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ একদিকে যেমন বিলুপ্ত প্রায় ফলগুলোকে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে অপর দিকে ফল চাষ এবং এর প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াস ও সঠিক পরিকল্পনা দেশকে ফল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবে এবং দেশীয় ফলের ভাণ্ডারকে সুরক্ষা করে আমাদের খাদ্য, পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে।

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জাতীয় ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে র‌্যালি, সেমিনার, মেলা, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে আপামর জনসাধারণ দেশীয় ফলের চাষ সম্প্রসারণে ও দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ফলকে স্থান দেয়াসহ সার্বিকভাবে ফলের গুরুত্ব সম্পর্কে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এ বছরও ১৬-৩০ জুন ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী উদযাপিত হচ্ছে। দেশব্যাপী আয়োজিত এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে, **'স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই'**। নিজস্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণে এ প্রতিপাদ্য অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

আমি ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ এর সার্বিক সফলতা অর্জনের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্)

বাংলাদেশের ফল ও এর উন্নয়ন

মো. মোশারফ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
ও নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা

ফলের দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু ফল আবাদের জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৩০ রকমের ফলের সন্ধান রয়েছে। তার মধ্যে প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় ৭০টি ফলের চাষাবাদ হয়। বাংলাদেশের ফল স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময়। ফল শরীরের ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রধান উৎস এবং ভেষজ বা ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ। নিয়মিত ফল খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সুস্থ সবল জীবন লাভ করা যায়। ফলদ গাছ অক্সিজেন দেয়, কাঠ দেয়, ছায়া দেয় ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। ফল গাছ পাখি ও প্রাণীর খাদ্য ও আশ্রয়স্থল। তাছাড়া সৌন্দর্যবর্ধন ও পর্যটন আকর্ষণে ফল বাগান অনন্য ভূমিকা পালন করে।

এখন ফলের মৌসুম। উৎপাদিত ফলের প্রায় ৬০% বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এ চার মাসেই পাওয়া যায়। এ সময়কে মধুমাস বলা হয়। বিভিন্ন রকম দেশীয় ফল যেমন– আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, বাঙ্গি, তরমুজ, ডালিম, আনারসের সমারোহ এ সময় লক্ষণীয়। এর সাথে আরও পাওয়া যায় আমলকী, আতা, করমচা, জামরুল, বেল, গাব, কাঁচা তাল ইত্যাদি। আর বাকি ৪০% ফল পাওয়া যায় অবশিষ্ট ৮ মাসে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, দেশে যে পরিমাণ ফল উৎপাদন হচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় প্রায় অর্ধেক। অধিকন্তু মধুমাসের চার মাস অর্থাৎ জুন-সেপ্টেম্বর মাসে ফল বেশি উৎপন্ন হয়। শীত মৌসুমে ফল প্রাপ্তি তুলনামূলকভাবে কম। এফএও প্রকাশিত একটি Country Nutrition Paper (FAO 2014) এ দেখা যায়, ২০১০ সালে মাথাপিছু ফল গ্রহণের পরিমাণ দৈনিক ৪৪.৮ গ্রাম যেখানে দৈনিক কমপক্ষে প্রয়োজন ১০০ গ্রাম। যদিও ফল গ্রহণের পরিমাণ এখন অনেক বেড়েছে তবুও চাহিদার তুলনায় তা অনেক কম। চাহিদা অনুযায়ী ফলের উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে ফলের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০১৫ অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩.২৩ লাখ একর জমিতে মোট ফল উৎপাদিত হয়েছে ৪৬.৯৭ লাখ মে.টন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে যা ৪৩.৬ লাখ মে.টন ছিল। এ তথ্য অনুযায়ী ফলের বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৭%। এ উৎপাদন বৃদ্ধির হার গত দু'বছরে আরও বেশি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক নাগরিককে একটি করে ফলদ, বনজ ও ভেষজ গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর দূরদর্শী পরামর্শে সরকারিভাবে ফল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র উষ্ণ ও অবউষ্ণ মণ্ডলীয় ফলের ওপর নিবিড় গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে অদ্যাবধি ৩২টি বিভিন্ন ফলের ৭৬টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে এবং ৭১টি টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। ইতোমধ্যে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত মাল্টা, আম, পেয়ারা, কুল, লিচু, কলা, পেঁপে, স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফল ইত্যাদি দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত ও কৃষক কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মপ্লাজম সেন্টার আম, পেয়ারা ও কুলের বেশ কয়েকটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) প্রতি বছর প্রায় এক কোটিরও বেশি ফলদ বৃক্ষ লাগানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শুধু গাছ লাগানোই নয়, গাছ লাগানোর পর তার পরিচর্যার মাধ্যমে কিভাবে মানসম্পন্ন ফল উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা যায় তার প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে। ডিএইর আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প'সহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফল উৎপাদন ও পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিএই'র আওতায় সারা দেশে ৭৩টি হর্টিকালচার সেন্টার থেকে প্রতি বছর মানসম্পন্ন চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। এ সকল সেন্টার থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৭.৫২ লাখ ফলের চারা ও ৬.৬৩ লাখ ফলের কলম উৎপাদন করা হয়েছে।

ফল উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিএডিসিও কাজ করে যাচ্ছে। বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ এবং এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে সারা দেশে ২৩টি প্রদর্শনী খামার এবং প্রদর্শনী খামার প্রকল্প এলাকার মাধ্যমে ফল উৎপাদন করে আসছে। এছাড়া বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বন বিভাগও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফল গাছ রোপণ করছে।

সরকারের বহুমুখী উদ্যোগ এবং কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ ও ফল চাষিদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশ আম উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম এবং পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে। আর মোট ফল উৎপাদনে বিশ্বের ২৮তম স্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশে ফল চাষে বৈচিত্র্য এসেছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন বিদেশি ফল বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী করে দেশে প্রবর্তন করছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাণিজ্যিক উপায়ে ড্রাগন ফ্রুট, স্ট্রবেরি, আঙুর, মাল্টা, কমলা ইত্যাদি ফল চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মাঠে অস্থায়ীভাবে খাটো জাতের আম এবং পেয়ারা চাষ করা হচ্ছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নির্দেশনায় ভিয়েতনাম থেকে খাটো জাতের নারিকেল গ্রাম অঞ্চলের জন্য এবং ভারতের কেরালা থেকে উচ্চফলনশীল নারিকেল শহর অঞ্চলের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সকল উদ্যোগের কারণে সারা বছর দেশে উৎপাদিত বিদেশি ফলসহ হরেক রকম ফল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

ফল সরাসরি খাওয়া যায় যা পুষ্টির উপাদানে ভরপুর এবং সুস্বাদু। অথচ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক ফলে ফরমালিন, কার্বাইড বা অন্য রাসায়নিক পদার্থ মিশানোর কারণে কয়েক বছর আগেও খাদ্য তালিকায় ফল রাখতে অনেকেই আগ্রহ হারিয়েছিল। ফলে ফরমালিন ও অন্যান্য রাসায়নিক ব্যবহার রোধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় জনগণের আস্থা ফিরে এসেছে। বর্তমান সরকার 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' এবং 'ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৫' প্রণয়ন ও কার্যকর করেছে। ভোক্তা অধিকার আইনসহ এ সকল নতুন প্রণীত আইন ও তার সঠিক প্রয়োগের ফলে জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি থেকে জনগণ পরিত্রাণ পেতে শুরু করেছে।

সরকার ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)' প্রতিষ্ঠা করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যাতে জনগণ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে সুষম ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয় হতে 'নার্সারি গাইড লাইনস-২০০৮' প্রণয়ন করে নার্সারি শিল্পের মানোন্নয়ন করা হয়েছে এবং নিয়মিত ফল মেলার আয়োজন করে ফল বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও বাজার সংযোগ স্থাপনের সহায়তা করা হচ্ছে।

শরীরের চাহিদামতো নিয়মিত পুষ্টি সরবরাহ করতে হলে ফল উৎপাদন, আহরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদিত ফলের এক বিরাট অংশ সংগ্রহের পর বিভিন্ন পর্যায়ে নষ্ট হয়ে যায়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশে উৎপাদিত ফল ও সবজির ২৫ থেকে ৪০ ভাগই সংগ্রহের পর বিভিন্ন পর্যায়ে নষ্ট হয়। আবার ভরা মৌসুমে অধিক সরবরাহের ফলে দাম অনেক কমে যায়, ফলে কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। ফল সংগ্রহের পর যথাযথভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা হলে একদিকে অপচয় কমবে, অপরদিকে উৎপাদনকারীর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে সবার জন্য বছরব্যাপী পুষ্টি নিশ্চিত করা যাবে। উন্নত প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে বেশি দিন ফল সংরক্ষণ, আকর্ষণীয় বাজার মূল্য প্রাপ্তি এবং বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ডিএই'র তথ্য মতে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদেশে ৫,৭৯৭ মে.টন ফল রপ্তানি হয়েছে। এ পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।

বর্তমানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন– প্রাণ, আকিজ, স্কয়ার, এসিআইসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্যাকেটজাত ফল জাতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানি করছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উন্নত প্যাকেজিংয়ের লক্ষ্যে সরকারের সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে। চেইন শপগুলোও ফল বিপণনে ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে আরও নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, ভোক্তার নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এবং কৃষক ফলের ন্যায্যমূল্য পাবে। পারিবারিক পর্যায়ে ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও সংরক্ষণ জনপ্রিয় করা গেলে পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধি পাবে, পরিবারের নারীরা স্বাবলম্বী হবে। আবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি মাধ্যমে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পরিসর আরও বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে।

ফলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এর চাষাবাদ সম্প্রসারণ। বাংলাদেশে পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর পতিত জমি রয়েছে। যেখানে অনায়াসেই উন্নত জাতের দেশি ফলের আবাদ করা যেতে পারে। দেশে ফল চাষ উপযোগী রয়েছে প্রায় ২ কোটি বসতবাড়ির উঁচু জমি। এসব বসতবাড়িতে পরিকল্পিতভাবে ফল চাষ করা যায়। বসতবাড়ি ছাড়াও গ্রামীণ রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, স্কুল, কলেজ, অফিস আদালতের অব্যবহৃত জায়গা ও রেললাইনের দুই ধারে এবং নগরের ভবনের ছাদে দেশি জাতের ফল গাছ রোপণ করে ফলের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। এছাড়া উন্নত পদ্ধতিতে ফল চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্যবিমোচন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উৎপাদিত ফলের ওপর ভিত্তি করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকারখানা গড়ে তোলারও রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। ফল চাষকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার নার্সারি। এসব নার্সারি থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার চারা ও কলম বিক্রি হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

বর্তমান সরকারের আমলে দেশে ফল চাষসহ কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। আগামীতে বাংলাদেশের ফল দেশের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বের বাজারে আরও বেশি স্থান করে নিতে পারে এজন্য অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে সবার দৃষ্টি দিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির নিমিত্ত প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণকে কৃষি মন্ত্রণালয় এখন চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অন্যদিকে যে কৃষক তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদবৃষ্টির ধকল কাটিয়ে ফল উৎপাদনে ব্যস্ত থাকে, সে যেন প্রয়োজনমতো সকল কৃষি উপকরণ পাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদিত ফলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত না হয় তার যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। □

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২ আষাঢ় ১৪২৪
১৬ জুন ২০১৭

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৬-৩০ জুন 'ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ' এবং ১৬-১৮ জুন 'জাতীয় ফল প্রদর্শনী'র আয়োজন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষের এবারের প্রতিপাদ্য 'স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জীব বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। প্রাকৃতিকভাবে বিপুলসংখ্যক প্রাণী ও উদ্ভিদের সমাহার বাংলাদেশকে করেছে বৈচিত্র্যময়। এ সম্পদের অন্যতম উপাদান হলো দেশীয় ফলদ বৃক্ষ এবং ফল। খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, মেধার বিকাশ, অক্সিজেন ও মূল্যবান কাঠ সরবরাহ, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ নৈসর্গিক শোভা বর্ধনে দেশীয় ফল ও ফলদ বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম।

আওয়ামী লীগ সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি শাক-সবজি এবং ফলমূল উৎপাদনেও এসেছে ব্যাপক সাফল্য। এখন পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জন একটি চ্যালেঞ্জ। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় খাদ্যের ৬টি উপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত ফলমূলের যোগান পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারে। আমাদের দেশীয় ফল বিশেষ পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ। তাই পরিকল্পিতভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে বছরব্যাপী দেশীয় ফলের চাষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সারাবছর পর্যাপ্ত ফল উৎপাদন করার জন্য গ্রামাঞ্চলে বসতবাড়ির আঙ্গিনায়, রাস্তার ধারে, পুকুরপাড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় ও শহরাঞ্চলে বাসভবনের ছাদে বেশি বেশি দেশীয় ফলদ বৃক্ষ রোপণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, 'ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ' এবং 'জাতীয় ফল প্রদর্শনী' দেশীয় ফল চাষে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

আমি 'ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ' ও 'জাতীয় ফল প্রদর্শনী'র সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণ, জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ তথা অর্থনৈতিক মানদণ্ডে আমাদের দেশীয় ফল ও ফলদ বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। ঋতু বৈচিত্র্যের কারণে আমাদের দেশেই রয়েছে হরেক রকমের বাহারি ফল যা স্বাদে ও পুষ্টিতে অনন্য। প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া এসকল ফল ও ফলদ বৃক্ষ আমাদের দেশ ও জাতির অমূল্য সম্পদ। কিন্তু নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন এবং যথাযথ নজরদারির অভাবে অনেক দেশীয় ফলই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে দেশীয় ফলের প্রসার অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বর্তমানে বিবেচিত হচ্ছে।

সুস্থ থাকার জন্য প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন ন্যূনপক্ষে ১২০ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই চাহিদার তুলনায় কম ফল খেয়ে থাকেন। এ ব্যবধান যত দ্রুত সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। আমাদের সমৃদ্ধ ফল ভাণ্ডার থেকে আমরা অনায়াসে দৈনন্দিন পুষ্টির উল্লেখযোগ্য অংশের চাহিদা পূরণ করতে পারি।

আমাদের মনে রাখতে হবে এ দেশের ঐতিহ্যবাহী ফলগুলো যেন অনাদরে অবহেলায় হারিয়ে না যায়। দেশজ ফলের পুষ্টিমান ও স্বাদ বিদেশি ফলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আপেল-আঙুরের চেয়ে পেয়ারা, আমলকী, বেল, কলা, জাম ইত্যাদিতে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ অধিক মাত্রায় রয়েছে। দেশি ফলের চাষ বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও বিদেশি ফলের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি বহির্বিশ্বে আমাদের সুস্বাদু বৈচিত্র্যময় ফল রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন উন্নত জাত, আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা। আমাদের দেশীয় ফলের প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও বাজারজাতকরণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

দেশীয় ফলের গুণাগুণ তুলে ধরা, এ সকল ফল চাষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ফল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল জনগণের মাঝে সম্প্রসারণে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৭ বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। সার্বিক প্রেক্ষাপটে এ বছরের প্রতিপাদ্য **'স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই'** অত্যন্ত যৌক্তিক ও অর্থবহ হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৭ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মতিয়া চৌধুরী)

ডিজাইন ও প্রকাশনা

কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা

ফোন : 880-2-9112260 ফ্যাক্স : 880-2-9116768

ওয়েবসাইট
www.ais.gov.bd

ই-মেইল
dirais@ais.gov.bd